মাতৃভাষার মর্যাদা

সৈয়দ আলী আহ্সান

সাময়িক প্রসঙ্গ

এজরা পাউন্ড মাতৃভাষাকে আখ্যাত করেছেন ওষ্ঠ লালিত জীবনের কাকলী বলে। তিনি তার বক্তব্যে পাখির উপমা এনেছেন। বলেছেন, পাখি যেমন তার চঞ্চুতে সুর লালিত্য বহন করে, তেমনি আমরা মানুষও শৈশব থেকেই মাতৃভাষার লাবণ্য লালন করে থাকি আমাদের ওষ্ঠ-পুটে। এটার কোন ব্যত্যয় নেই। পাখির গানে বৃক্ষ শাখা এবং প্রান্তর মুখরিত হয়। আমরাও সে গান শ্রবণ করি এবং মুগ্ধ হই। শৈশব থেকে একটি শিশু তার মাতৃভাষার কলগুঞ্জন শোনে এবং সেগুলো উচ্চারণ করতে শেখে।

কিন্তু মানুষ যে শব্দ উচ্চারণ করে তার মত সজীব ও সৃষ্টিধর্মী উচ্চারণ আর নেই। কোকিল গান করে এবং প্রাচীন কবিরা কোকিলের গান নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কোকিলের গান হচ্ছে তার চঞ্চু থেকে স্বতউৎসারিত সুর লহরী। ত্রয়োদশ শতকে একটি ইংরেজী গানে কোকিলের সুর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'কোকিল তুমি গান কর। গান কর কোকিল। বসন্ত আসছে তাই তুমি সরবে উচ্চারণ কর। বীজ থেকে অঙ্কুরের উদগম হবে, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর সুবাসিত কুসুমে ভরে যাবে এবং বাতাস প্রবাহিত হবে এবং তুমি কোকিল অনবরত গান গাইবে।' আমরা পাখির গানের কোন অর্থ বুঝি না, কিন্তু

মানুষ তার ভাষার সাহায্যে নিজেকে সুস্পষ্ট করে। এ জন্য সে যৌক্তিক পরম্পর তৈরী করে নেয়। ভাষা হচ্ছে সংযোগের এবং সংলাপের উপাদান। এই উপাদানের গুরুত্ব এত বেশী যে, এর সাহায্যে জীবনের চালচিত্র তৈরী হয়, জীবনের অভিপ্রায় প্রকাশ পায় এবং জীবনের সঙ্গতি প্রকাশ পায়। মানুষ যে শব্দগুলো ব্যবহার করে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে জীবনের বিশ্বাস এবং আনুগত্য। জীবনের অনুগ্রহ এবং বেদনা, জীবনের সাযুজ্য এবং জীবনের আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজীতে কমিউনিকেশন বলে একটি শব্দ আছে, বাংলায় তাকে বলতে পারি প্রেরণ। অর্থাৎ আমরা যে কথাটি বলি না কেন তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অন্যের কাছে প্রেরণ করা।

প্রতিচ্ছায়া প্রকম্পিত হয়। আমরা শব্দকে পরিহার কখনই করতে পারি না। জীবন সম্পর্কে আমাদের যে চেতনা আছে, যে জিজ্ঞাসা আছে, যে ইঙ্গিত আছে, মাতৃভাষার শব্দগুলো তা বহন করে। মানুষ তার মাতৃভাষার অঙ্গনে যখন থাকে তখন বিচিত্র শব্দের কোলাহল তাকে সজাগ রাখে এবং সেসব শব্দের সঞ্চয়ে তার জীবনের সৌন্দর্য নিরূপিত হয়। আমাদের জীবনে আমরা শব্দের প্রবাহের মধ্যে বাস করি। আমরা যখন একা থাকি, নিশ্চুপ থাকি তখনও আমাদের মনের গভীরে শব্দের খেলা চলতে থাকে। তাই শব্দের প্রতাপ অত্যন্ত গভীর এবং মর্মস্পর্শী। আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনে শব্দ একটি অহংকার বহন করে। শব্দ

আমাদের যে শ্রবণশক্তি আছে, সেই শ্রবণশক্তির সাহায্যে আমরা ভাষাকে যৌক্তিক বিন্যাসে সজ্জিত করি, যা আমাদের মনের দৃশ্যগোচর হল তা আমরা বিভিন্ন রূপকল্পে প্রকাশ করি। বিখ্যাত শিল্প তত্ত্বজ্ঞ রোজার ফ্রাই বলেছেন যে, যা আমরা দেখি তা যেমন সত্য, তার চেয়ে অধিকতর সত্য হচ্ছে যা আমরা প্রকাশ করি। ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অর্ঘ্য, যেমন অর্ঘ্য হচ্ছে চিত্রকলার সম্মোহন আমাদে...

থাকি। আমাদের সংলাপে সে যেমন আছে, আমাদের প্রাত্যহিকতায় সে তেমনি আছে, আমাদের জাগরণে আছে এবং আমাদের স্বপ্নেও আছে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সকল সময় সে বিদ্যমান। সে প্রলুব্ধ করে এবং আপ্লাবিত করে এবং তার সৌজন্যে সকল মানুষকে আপ্যায়িত করে।

ফ্রান্সে ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য একটি আকাদমি গঠিত হয়েছে। আকাদমির সদস্যরা এর আজীবন সদস্য। তারা ফরাসী ভাষার সৌকর্যসাধনে এবং সমৃদ্ধির জন্য সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকেন। যারা আকাদমির সদস্য হন তারা ফরাসী ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা সংকল্পবদ্ধ থাকেন। যেসব লেখক আকাদমির সদস্য হন তারা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং অনুশীলনের জন্য সর্বদা নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। তারা যে ব্যাকরণবিদ তা নয়, তারা সাহিত্যিক এবং সেই অর্থে সাহিত্যের শুচিতা রক্ষায় সদাসচেষ্ট থাকেন। যেসব লোক আকাদমির সদস্য হয়েছেন তারা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। পৃথিবীর শিক্ষিত মানুষ তাদের সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে। আঁদ্রে শাঁনো আকাদমির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি তার জীবন কথার এক জায়গায় বলেছেন, 'অন্ধকার রাত্রিতে দূরে কোথাও প্রজ্বলিত আগুন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চল আগুনের লেলিহান শিখায় ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে। তেমনি যে কোন ভাষা একটি উজ্জ্বল আলোর মত। সে সকলকে অভিভূত করে, আন্দোলিত করে এবং চিত্তের প্রশান্তি আনে।' ফরাসী আকাদমির সদস্যদের দায়িত্ব হচ্ছে শব্দের সীমারেখা নির্বাচন করা, ভাষার মোহনীয়তা বিদ্যমান রাখা এবং মানুষের সচেতনতার মধ্যে ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এ রকম প্রতিষ্ঠান নেই। মনে রাখতে হবে যে, ধ্বনিগত বিশিষ্টতার কারণে যে সমস্ত শব্দ আমাদের শ্রুতিমূলে প্রাণবন্তভাবে আঘাত করে তার একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং গাণিতিক তাৎপর্যও আছে। যে সমস্ত সাহিত্যিক তাদের রচনায় এ তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে পেরেছেন তারা আকাদমি কর্তৃক সম্মানিত হ... যদি ...

...ময় ভাষার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য উদগ্রীব রয়েছেন। আমরা এখনও বিশ্বভাষার মর্যাদা পাইনি। কিন্তু আমাদের ভাষা পৃথিবীতে মর্যাদা পেয়েছে কিছু মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। যারা আত্মত্যাগ করেছিলেন তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ভাষাকে জীবন্ত রাখতে চেয়েছিলেন।

এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে এবং সৌন্দর্য আছে সেগুলো নিয়ে শুধুমাত্র আমরা কথা বলি না, আমরা সেগুলো নিরীক্ষণ করি। তেমনি আমাদের ভাষা আমাদের উপলব্ধির জন্য রয়েছে এবং একটি উপলব্ধি বিকাশের সূত্রে এ ভাষা সর্বস্তরে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আমাদের যে শ্রবণশক্তি আছে, সেই শ্রবণশক্তির সাহায্যে আমরা ভাষাকে যৌক্তিক বিন্যাসে সজ্জিত করি, যা আমাদের মনের দৃশ্যগোচর হল তা আমরা বিভিন্ন রূপকল্পে প্রকাশ করি। বিখ্যাত শিল্প তত্ত্বজ্ঞ রোজার ফ্রাই বলেছেন যে, যা আমরা দেখি তা যেমন সত্য, তার চেয়ে অধিকতর সত্য হচ্ছে যা আমরা প্রকাশ করি। ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অর্ঘ্য, যেমন অর্ঘ্য হচ্ছে চিত্রকলার সম্মোহন। এই সম্মোহন আমাদের খুবই প্রয়োজন। কেননা এই সম্মোহনের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বের জাগরণ। মনে রাখতে হবে যে, ভাষা একটি চলিষ্ণু জীবন স্রোত। ভাষাকে আমাদের অনুভব করতে হবে আমাদের স্নায়ুর শিহরণে ও জীবনের উজ্জীবনের মধ্যে। আমরা যে জীবিত আছি তার প্রমাণ আমাদের ভাষা।

এ ভাষা আমাদের রক্ষা করা এবং আমাদের অন্তরঙ্গ অনুভূতি এবং আমাদের প্রত্যয়। জিজ্ঞাসার মাধ্যমে, অনুভূতির মাধ্যমে, পরিশীলিত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এ ভাষাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক ভাষা সৌকর্য সাধনে এগিয়ে এসেছে। তার মধ্যে প্রধান ভাষা হচ্ছে ফারসী ভাষা। সুকুমার সেন বলেছেন, 'ফারসী ভাষার আগমনে বাংলা ভাষা একটি চলমান সহিষ্ণু ভাষায় পরিণত হয়েছে। সেন রাজত্বে সময় সংস্কৃত ভাষা দেব ভাষারূপে পূজিত হত এবং প্রশাসনিক কর্মের জন্য স...